ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৮০
আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ত্রিপুরা সরকারের কঠোর পদক্ষেপ

ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আধিকারিক ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে রাজ্যজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা, নিয়মিত নজরদারি, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আইন মান্যতার মানসিকতা বৃদ্ধি এবং লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে একাধিক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং উপভোক্তাদের কাছে নিরাপদ ও গুণমানসম্পন্ন খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে চলতি অর্থ বছরে গৃহীত মূল কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীদের আইনি আওতায় আনতে রাজ্যজুড়ে ৬,৪৭৮টি ফুড রেজিস্ট্রেশন এবং ৭৫টি ফুড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। মোট ২৪৬টি লাইসেন্স-পূর্ব ও পরবর্তী পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ২০১টি প্রতিষ্ঠান (৮১.৭%) সম্পূর্ণরূপে এবং ৪০টি প্রতিষ্ঠান আংশিকভাবে মানদণ্ড পূরণ করেছে। এরমধ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মের দায়ে অযোগ্য প্রমাণিত করা হয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থার অধীনে ১৫০টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়, যার মধ্যে দেখা যায় ৭০% প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে চলছে।

এছাড়া রাজ্যজুড়ে মোট ৫৩টি বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৪৭৮ জন খাদ্য ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করা হয়, তাতে মোট ৩৭-৩৯টি (প্রায় ৮%)অনিয়ম পাওয়া, এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য সামগ্রীর গুণমান ও মানদণ্ড পরীক্ষা করতে গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য মোট ৭৫৫টি সার্ভে নমুনা এবং ৯৯টি এনফোর্সমেন্ট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে ল্যাবরেটরি রিপোর্ট অনুযায়ী যথাক্রমে ৮টি ও ১টি নমুনায় অনিয়ম পাওয়া যায়। এরমধ্যে একটি বন্ধের নোটিশ এবং একটি বিক্রি বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়েছে, ৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতামূলক উন্নয়নের জন্য নোটিশ (ইমপ্রোভমেন্ট নোটিশ)দেওয়া হয়েছে, ১১টি বাজেয়াপ্তকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মোট ১,৩১,৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

অন্যদিকে খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও পরিবেশনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে রাজ্যজুড়ে ৫৯টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এতে মোট ২,০০৮ জন খাদ্য ব্যবসায়ী ও স্ট্রিট ফুড ভেন্ডারকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্যের নিরাপদ ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জনগণকে নিরাপদ খাদ্য পরিবেশন সুনিশ্চিত করতে এবং ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে উৎসাহিত করার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও মান প্রশাসন এর উদ্যোগে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

******